বড় পর্দায়
সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র

ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে

আবুল বারকাত

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা

Congratulations on the book
-Noam Chomsky

বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রঃ
ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে
শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে

আবুল বারকাত

বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা

একটি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা

বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র:
ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে

[In search of a transition from the virus-driven great disaster to a decent Bangladesh: on the larger canvas of society-economy-state]

স্বত্ব ২০২০ © আবুল বারকাত

প্রথম প্রকাশ: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, নভেম্বর ২০২০

প্রকাশক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষে জামালউদ্দিন আহমেদ
৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
(ফোন ও ফ্যাক্স: + ৮৮০-২-৯৩৪৫৯৯৬ মোবাইল: ০১৭১৬৪১৮৫০০)
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com; ওয়েবসাইট: www.bea-bd.org
ও
মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনার পক্ষে সাহিদা আখতার
বাড়ি নম্বর ৫, রোড নম্বর ৮, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
(ফোন: ৫৮১৫০৩৮১ মোবাইল: ০১৯৭৭৯৯২২৬৮, ০১৭৫৬১৪২৩১৫)
ই-মেইল: hdrc.bd@gmail.com; barkatabul71@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.muktobuddhi.com

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলঙ্করণ: সব্যসাচী হাজরা

মুদ্রণ ও বাঁধাই: আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ

ISBN: 978-984-34-8364-5

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই গ্রন্থের কোনো অংশ লেখক-স্বত্বাধিকারীর লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া পুনর্মুদ্রণ বা অন্য কোনো মাধ্যমে রূপান্তর করা যাবে না। আলোকচিত্র, ফটোকপি ও রেকর্ডিং এই আইনি নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

মূল্য: ১৪০০ টাকা, ইউএস ৬০ ডলার, ইউরো ৫০, ব্রিটিশ পাউন্ড ৪০

উদ্ধৃতি সুপারিশ: বারকাত, আবুল (২০২০), বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

উৎসর্গিত

এবং

*বিনম্র শ্রদ্ধায় সমর্পিত*_____

সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯ খ্রি. পূ.)
লুসিয়াস আন্নেউস সেনেকা (০৪ খ্রি. পূ.-৬৫ খ্রি.)
গিওর্দানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০)
___*নির্মোহ জ্ঞান অন্বেষণ ও তার দ্বিধাহীন প্রকাশে যাঁরা দেহ-প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন*

সালভাদর গুইলেরমো আলেন্দে গসসেনস (১৯০৮-১৯৭৩)
শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)
প্যাট্রিস ইমেরি লুমুম্বা (১৯২৫-১৯৬১)
আর্নেস্টো রাফায়েল গুয়েভারা দ্যা লা সেরনা/ চে-গুয়েভারা (১৯২৮-১৯৬৭)
___*শোভন মানবসমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইপথে যাঁরা আত্মবলি দিয়ে গেছেন*

কার্ল হেইনরিখ মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)
ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫)
বার্ট্রান্ড আর্থার উইলিয়াম রাসেল (১৮৭২-১৯৭০)
আব্রাম নোয়াম চমস্কি (১৯২৮-)
___*শোভনসুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিরন্তর জ্ঞানচর্চা ও তা অনুশীলনে যাঁরা হিমালয়সম অনঢ় থেকেছেন*

এবং

___*নির্ভিক-নির্লোভ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে, যাঁরা শোভন সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রত আছেন-থাকবেন*

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা		xv
মুখবন্ধ		xix
অধ্যায়		
১.	‘শোভন সমাজ’-এর ধারণাত্মক তত্ত্বকাঠামো: প্রস্তাবনা	১
২.	শোভন সমাজের সন্ধানে: প্রচলিত মূলধারার অর্থনীতিশাস্ত্রের অপারগতা ও নতুন অর্থনীতিশাস্ত্রের যৌক্তিকতা (বৈশ্বিক মহামন্দাসহ কভিড-১৯-এর অভিঘাত বিশ্লেষণ ও উত্তরণের পথনির্দেশে প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্রের অপারগতা এবং নতুন অর্থনীতিশাস্ত্রের যৌক্তিকতা)	১৭
৩.	মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রাজনৈতিক অর্থনীতি: শোভন জীবনব্যবস্থার ভিত্তি	৪০
৪.	ধনী-দরিদ্র শ্রেণিবৈষম্য-অসমতা: শোভন সমাজ বিনির্মাণে প্রধান দুর্ভাবনার বিষয়	৪৭
৫.	সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ: শোভন সমাজের অশোভন প্রতিপক্ষ	৬৩
৬.	পাল্টে যাচ্ছে বিশ্বায়ন: শোভন সমাজের লক্ষ্যে বিশ্বায়ন না-কি দেশজায়ন?	৮৫
৭.	দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে ‘অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি’— কেন হচ্ছে, কত দূর হবে?	৯৬
৮.	কভিড-১৯ এর প্রত্যক্ষ ক্ষতির বিশ্লেষণ এবং মোকাবেলা ভাবনা: শোভন সমাজ অভীষ্ট প্রাথমিক কর্মকাণ্ড	১০৭
	৮.১ প্রাক্-কথন	১০৭
	৮.২ কভিড-১৯-এর ক্ষতি ও মোকাবেলার পথ: দেখতে হবে বড় পর্দায় এবং হতে হবে বহুশাস্ত্রীয় যৌথচিন্তার ফসল	১০৮
	৮.৩ বড় পর্দায় কভিড-১৯-এর ক্ষতি এবং মোকাবেলার পথ-ভাবনার ভিত্তি	১২০
	৮.৪ বাংলাদেশে কভিড-১৯: ‘বিপন্ন জীবন’ এবং স্বাস্থ্য খাতের অপ্রস্তুতি	১২২
	৮.৫ কভিড-১৯: শ্রেণিকাঠামো পাল্টে গেছে; বিপজ্জনক বেড়েছে দারিদ্র্য-বৈষম্য; বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়নদর্শন জরুরি	১২৮
	৮.৬ কভিড-১৯: “জীবিকার” পথ রুদ্ধ করেছে; হবেটা কী! কী করা জরুরি	১৩৯

৮.৭ কভিড-১৯: সামষ্টিক অর্থনীতির বেহাল দশা— যেসব খাত-ক্ষেত্র সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত ১৪৯
৮.৮ কভিড-১৯: সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অনানুষ্ঠানিক খাত— কারা, কতটুকু, কী করা? ১৫৯
৯. কভিড-১৯: পুনরুদ্ধার ও শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণের মডেল ১৭১
৯.১ প্রাক্-কথন ১৭১
৯.২ কভিড-১৯: ক্ষতির স্বরূপ ও মাত্রা ১৭৩
৯.৩ অর্থনৈতিক মহামন্দা ও কভিড-১৯: একই সময় একই সঙ্গে দুই মহারোগ ১৭৮
৯.৪ কভিড-১৯ ও মহামন্দার মহারোগ: রোগের স্বরূপ ও নিরাময়ের পথ-পদ্ধতি ১৯০
৯.৫ কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় ও মহামন্দা থেকে মুক্তি: শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল ২০৭
১০. সমাজ সমগ্রকের রাজনৈতিক অর্থনীতি: শোভন সমাজ-অর্থনীতির সন্ধানে ২৩৩
১০.১ প্রাক্-কথন ২৩৩
১০.২ উৎপাদন ও সামষ্টিক অর্থনীতি ২৩৬
১০.২.১ জিডিপি, প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, বেকারত্ব ২৩৭
১০.২.২ দাম বাড়া 'গরিবের শত্রু' আর দাম কমা 'গরিবের মহাশত্রু' ২৪৭
১০.২.৩ বিনিয়োগ-সঞ্চয়: সরকারি ও বেসরকারি ২৫২
১০.২.৪ রেমিটেন্স প্রবাহের উৎপাদনশীল ব্যবহার ২৬৩
১০.২.৫ পুঁজিবাজার ২৬৩
১০.২.৬ ব্যাংক ২৬৪
১০.২.৭ বৈদেশিক খাত: আমদানি, রপ্তানি, প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ, বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ ২৬৫
১০.৩ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: অশোভন সমাজের গোড়ার কথা ২৭১
১০.৪ কৃষির রাজনৈতিক অর্থনীতি ২৭৮
১০.৫ শিক্ষা খাত না-কি শিক্ষাব্যবস্থা? শোভন মানুষ সৃষ্টির সূতিকাগার ৩২৫
১০.৬ স্বাস্থ্য খাত: মানুষের স্বাস্থ্য পণ্য হলে জীবন শোভন হতে পারে না ৩৪৫
১০.৭ শিল্প খাত: শিল্পায়নের রাজনৈতিক অর্থনীতি। কেন হলো না শিল্পায়ন? কেমন শিল্পায়ন প্রয়োজন? কীভাবে হবে? ৩৬০

১০.৮	নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশ: গভীর মনোনিবেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি	৩৮৮
১০.৯	প্রতিবন্ধী মানুষের সক্ষমতা বিকাশ: একটি মৌলিক সামাজিক দায়িত্ব	৪১২
১০.১০	প্রকৃতি⟶পরিবেশ⟶উন্নয়ন: 'প্রকৃতির' সূর্যকেন্দ্রিক ধারণা প্রসঙ্গে	৪২৫
১০.১১	গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চা: উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের প্রধান শর্ত	৪৩৭
১০.১২	প্রতিরক্ষা খাত: অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে অতিপ্রয়োজনীয় ভাবনা	৪৪২
১০.১৩	সরকার টাকা পাবে কোথায়? কভিড-১৯ মোকাবেলা ও বৈষম্যহীন অর্থনীতি-সমাজ বিনির্মাণে	৪৫৪
১০.১৪	কালোটাকা ও অর্থপাচার: উৎসে দুর্নীতি আর দুর্নীতির উৎসে পণ্য-অর্থ সম্পর্ক	৪৭২
	১০.১৪.১ দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি	৪৭২
	১০.১৪.২ কালোটাকার রাজনৈতিক অর্থনীতি	৪৭৭
	১০.১৪.৩ অর্থ পাচারের রাজনৈতিক অর্থনীতি	৪৯৮
১০.১৫	বাজেট বাস্তবায়নের রাজনৈতিক অর্থনীতি	৫০২
১১.	ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশ: বিকল্প বাজেট ২০২০-২০২১	৫১৩
১১.১	প্রাক্-কথন	৫১৩
১১.২	সরকারের বাজেট প্রণয়ন ও মঞ্চায়নপ্রক্রিয়া প্রসঙ্গে	৫১৫
১১.৩	বিকল্প বাজেট ২০২০-২১: ভাবনা-ভিত্তি	৫২১
১১.৪	বিকল্প বাজেটে কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন কোথায়?	৫২৭
১১.৫	বিকল্প বাজেট নিয়ে সম্ভাব্য সংশয়বাদী ও বিরোধীদের উদ্দেশ্যে	৫৩০
১১.৬	বিকল্প বাজেটে আয় বৃদ্ধি হবে কোথায়?	৫৩৯
১১.৭	বিকল্প বাজেটে ব্যয় বৃদ্ধি হবে কোথায়?	৫৫১
১২.	উপসংহার কভিড-১৯ মহামারির বিশ্বে পরিবর্তন অনিবার্য– আমরা কী চাই	৫৭৭

সারণি

সারণি	১	বিগত ৪৩ বছরে (১৯৭৩-২০১৬) বাংলাদেশে খানা-দারিদ্র্যের শতকরা হার: সরকারি পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে	৫২
সারণি	২	কভিড-১৯-এ বাংলাদেশে শ্রেণিকাঠামোর পরিবর্তন: লকডাউনের আগে ও লকডাউনের দুই মাস পরে	১৩০
সারণি	৩	লকডাউনের প্রথম ৬৬ দিনে (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০) জিডিপির খাত ও উপ-খাতওয়ারি কর্মসংস্থানসংশ্লিষ্ট ক্ষতি	১৪২
সারণি	৪	লকডাউনের প্রথম ৬৬ দিনে (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০) খাত ও উপখাতওয়ারি জিডিপি ক্ষতি	১৫৩
সারণি	৫	গ্রাম ও শহরের অণু (micro), ক্ষুদ্র (small) ও মাঝারি (medium) (বিভিন্ন ধরনের ফেরিওয়ালা, মুদি দোকান, মাঝারি পাইকারি, অণু-ক্ষুদ্র হোটেল-রেস্তোরাঁ) ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ও প্রণোদনা প্রস্তাব	১৬৬
সারণি	৬	বাংলাদেশে ঋণের বোঝা– ৩০ জুন ২০২০ (তারিখে)	১৮৫
সারণি	৭	পাবলিক ওয়ার্কস কর্মসূচির আওতায় সরকারি উদ্যোগে গ্রাম ও ইউনিয়নের কাঁচা ও পাকা রাস্তা এবং দেশের সকল বাঁধ নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে দরিদ্র মানুষের সারা বছরের কর্মসংস্থান সম্ভাবনা ও সরকারের অনুমিত ব্যয়	২৩০
সারণি	৮	বাংলাদেশে ১০ জন মানুষের (নারী-পুরুষ, ধনী-অধনী, ধর্ম-জাতিগোষ্ঠী) বছরের আয় এবং বছরে মাথাপিছু গড় আয়	২৪১
সারণি	৯	বাংলাদেশে ভূমির ধরনভেদ ও জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য	২৮৬
সারণি	১০	বাংলাদেশের সাথে পৃথিবীর কয়েকটি দেশের শিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দের তুলনা, ২০১৯	৩৩৯
সারণি	১১	বাংলাদেশের সাথে পৃথিবীর কয়েকটি দেশের স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট নির্দেশকের তুলনা, ২০১৯	৩৫৪
সারণি	১২	মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপিতে) বৃহৎ অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ধারা: ১৯৫৯/৬০–২০১৮/১৯ (চলতি মূল্যে জিডিপির %)	৩৬৩
সারণি	১৩	মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপিতে) বৃহৎ অর্থনৈতিক খাতওয়ারি কর্মনিয়োজন হার (%)-এর পরিবর্তন ধারা: ১৯৬১–২০১৬/১৭	৩৬৬
সারণি	১৪	বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যায় এবং প্রতিবন্ধী জনসংখ্যায় মানুষের আর্থসামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, ২০২০ (কভিড-১৯-এ লকডাউনের ৬৬ দিন পরে ৩১ মে ২০২০ তারিখ অনুযায়ী)	৪১৫

সারণি	১৫	বাংলাদেশে ১ কোটি ৮০ লক্ষ প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতিবন্ধীত্বের ধরন অনুযায়ী বিন্যাস, ২০২০	৪১৭
সারণি	১৬	বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সহায়ক উপকরণ বাবদ সরকারি উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ কমপক্ষে কত হওয়া উচিত	৪২৪
সারণি	১৭	বাংলাদেশের ১ কোটি ৮০ লক্ষ প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য আসন্ন বছরের বাজেটে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ কত হওয়া উচিত	৪২৫
সারণি	১৮	বাংলাদেশের সাথে পৃথিবীর কয়েকটি দেশের সামরিক খাতে সরকারি সাধারণ ব্যয়ের তুলনা, ২০১৯ (Military expenditure as % of general government expenditure)	৪৪৯
সারণি	১৯	বাংলাদেশে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সৃষ্ট কালোটাকার উৎসভিত্তিক পরিমাণ নিরূপণের জন্য যেসব ক্যাটেগরির জ্ঞানাভিজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট উৎসে সৃষ্ট কালোটাকার তুলনামূলক আনুমানিক হার	৪৮৭
সারণি	২০	বাংলাদেশে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন উৎস অনুযায়ী কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ	৪৯০
সারণি	২১	বাংলাদেশে কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ: অর্থবছর ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯	৪৯৪
সারণি	২২	আয়ের বাজেট — ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ও সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০১৯-২০) বাজেট	৫৪০
সারণি	২৩	বাজেট অর্থায়নের উৎসের তুলনা (%): সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০১৯-২০) বাজেট ও প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০২০-২১	৫৪৬
সারণি	২৪	জিডিপির শতাংশ হিসেবে বাজেটের তুলনা: সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০১৯-২০) বাজেট ও প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট (২০২০-২১)	৫৪৮
সারণি	২৫	ব্যয়ের বাজেট — ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ও সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০১৯-২০) বাজেট	৫৫৫
সারণি	২৬	বাজেটে সম্পদ ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র: সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০১৯-২০) বাজেট ও প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০২০-২১	৫৬৯
সারণি	২৭	প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০২০-২১ এবং তার সাথে সরকারের চলতি অর্থবছর ২০১৯-২০ বাজেটের তুলনা	৫৭২

লেখচিত্রের তালিকা

লেখচিত্র	১	‘শোভন সমাজ’ ধারণার তিন বৃহৎবর্গীয় অঙ্গ, অঙ্গসমূহের ভিত্তি-উপাদান ও যোগসূত্র	৪
লেখচিত্র	২	মূলধারার যে অর্থনীতিশাস্ত্র আমরা চর্চা-অনুশীলন করি বনাম কভিড-১৯ যে ধরনের অর্থনীতিশাস্ত্র-ভাবনার চাহিদা সৃষ্টি করেছে	২৬
লেখচিত্র	৩	নতুন অর্থশাস্ত্রের মৌলসমূহ, যোগসূত্র এবং গ্রন্থকাঠামো	৩৯
লেখচিত্র	৪	বাংলাদেশে মোট খানার আয়ের সর্বনিম্ন ২০%, সর্বনিম্ন ৪০%, এবং সর্বোচ্চ ১০% এর গতিপ্রবণতা, খানার আয়ের শতকরা অংশ এবং পালমা অনুপাত (১৯৭৩-২০২০): বিগত ৪৩ বছর (১৯৭৩-২০১৬) এবং ২০২০-এর প্রক্ষেপণ চিত্র	৫৭
লেখচিত্র	৫	সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব কার্যকারণের রাজনৈতিক অর্থনীতির চক্রাবর্তন সূত্র	৮২
লেখচিত্র	৬	মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১৯৭০-২০১৯ এবং কভিডকালীন ২০২০ ও পরবর্তী (প্রক্ষেপিত)	১০২
লেখচিত্র	৭	বাংলাদেশে কভিড-১৯-এ সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা (১৫ ফেব্রুয়ারি - ৩১ মে ২০২০)	১২৩
লেখচিত্র	৮	বাংলাদেশে কভিড-১৯-এ মৃত্যুর সংখ্যা (১৫ ফেব্রুয়ারি - ৩১ মে ২০২০)	১২৪
লেখচিত্র	৯	কভিড-১৯-এ বাংলাদেশে শ্রেণিকাঠামোর পরিবর্তন: লকডাউনের আগে ও লকডাউনের দুই মাস পরে	১৩১
লেখচিত্র	১০	কভিড-১৯-এর প্রভাবে শ্রেণি মইয়ে বিভিন্ন শ্রেণির কত মানুষ নিচের দিকে নেমেছে (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০: ৬৬ দিনে)	১৩৪
লেখচিত্র	১১	লকডাউনের প্রথম ৬৬ দিনে (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০) খাতওয়ারি কর্মসংস্থান-ক্ষতি এবং কর্মসংস্থান-ক্ষতির খাতওয়ারি বিন্যাস	১৪৬
লেখচিত্র	১২	ব্যাপক জনগোষ্ঠী দীর্ঘস্থায়ী কর্মহীন থাকলে অভিঘাত হবে বিপর্যয়কর	১৪৮
লেখচিত্র	১৩	লকডাউনের প্রথম ৬৬ দিনে (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০) খাতওয়ারি জিডিপি-ক্ষতি এবং জিডিপি-ক্ষতির খাতওয়ারি বিন্যাস	১৫৬
লেখচিত্র	১৪	লকডাউনের প্রথম ৬৬ দিনে (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০) জিডিপির খাত ও উপখাতওয়ারি কার্যকরিতার অবস্থা	১৫৭
লেখচিত্র	১৫	গ্রাম ও শহরের অণু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (বিভিন্ন ধরনের ফেরিওয়ালা, মুদি দোকান, মাঝারি পাইকারি, অণু-ক্ষুদ্র হোটেল-রেস্তোরাঁ) ব্যবসায়ীদের সংখ্যা (মে ২০২০)	১৬৯

লেখচিত্র	১৬	গ্রাম ও শহরের অণু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (বিভিন্ন ধরনের ফেরিওয়ালা, মুদি দোকান, মাঝারি পাইকারি, অণু-ক্ষুদ্র হোটেল-রেস্তোরাঁ) ব্যবসায়ীদের জন্য সরকারের কাছে প্রণোদনা প্রস্তাব (কোটি টাকায়)	১৭০
লেখচিত্র	১৭	"কভিড-১৯ মন্দারোগ": চিকিৎসার বিকল্প পদ্ধতিসমূহ	২০৫
লেখচিত্র	১৮	কভিড-১৯-এর প্রভাবে অবনতিশীল ও মন্দাগ্রস্ত অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও সামনে চলা: বৈষম্যহীন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল	২১৬
লেখচিত্র	১৯	সমাজ সমগ্রকের রাজনৈতিক অর্থনীতির মৌল উপাদান– শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-বর্গ	২৩৫
লেখচিত্র	২০	প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান নিয়ে সামনের কয়েক বছর যেভাবে ভাবতে হবে: পাঁচটি রূপচিত্র	২৪৫
লেখচিত্র	২১	কৃষিতে (জমি-জলা-জঙ্গলে) দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের জীবনসমৃদ্ধির পথরেখা	২৮৪
লেখচিত্র	২২	'রেন্টসিকিং' সিস্টেমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন কাঠামোতে ভূমি-উত্থিত দারিদ্র্য-বঞ্চনা পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্র ও পরিণাম	২৮৫
লেখচিত্র	২৩	জ্ঞান ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট প্রবণতার চার দশকের খেরোখাতা, ১৯৭৫-২০১৯	৩৩২
লেখচিত্র	২৪	মাদ্রাসা শিক্ষার্থী সংখ্যার বৃদ্ধি, ১৯৫০-২০১৫ (লক্ষ)	৩৩৭
লেখচিত্র	২৫	বাংলাদেশে স্বাস্থ্য অসমতা-বৈষম্যের উপাদান	৩৫১
লেখচিত্র	২৬	মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপিতে) বৃহৎ খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনধারার তিন ঐতিহাসিকপর্ব – পাকিস্তান আমল, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তী বাংলাদেশ (স্থির মূল্যে জিডিপি)	৩৬৫
লেখচিত্র	২৭	মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপিতে) বৃহৎ খাতওয়ারি কর্মনিয়োজন হার-এর পরিবর্তন ধারার তিন ঐতিহাসিকপর্ব: পাকিস্তান আমল, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তী বাংলাদেশ (%)	৩৬৫
লেখচিত্র	২৮	বাংলাদেশে নারীর আর্থসামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, ২০২০ (৩১ মে ২০২০; কভিড-১৯-এ লকডাউনের ৬৬তম দিনে)	৩৯১
লেখচিত্র	২৯	বাংলাদেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ধর্ম-নৃগোষ্ঠীভিত্তিক নারীর অরক্ষিত-মাত্রা বা ভঙ্গুরতা-মাত্রার তুলনামূলক অবস্থান	৪০৪
লেখচিত্র	৩০	২০২০-২০৩০-এর মধ্যে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা কত কমানো সম্ভব (কোটি)	৪১৯
লেখচিত্র	৩১	প্রতিবন্ধী মানুষের বঞ্চনাচক্র	৪২১

লেখচিত্র	৩২	পৃথিবীর জনসংখ্যা ও জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার: খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০০ থেকে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ	৪৩৪
লেখচিত্র	৩৩	বাংলাদেশের কালোটাকার মালিক রেন্ট সিকার-লুটেরা-পরজীবী গোষ্ঠী এবং তাদের সাথে আন্তর্জাতিক কালোটাকার মালিক-সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি ব্যবসায়ীদের আর্থিকীকরণকৃত রেন্টসিকিং লুটেরা পুঁজির যোগসূত্র: একটি সরল মডেল (আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিরিখে)	৪৮৪
লেখচিত্র	৩৪	আয়ের বাজেটে খাতওয়ারি বৃদ্ধি (যতগুণ)— সরকারের চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে	৫৪৬
লেখচিত্র	৩৫	বাজেট অর্থায়নের উৎসের তুলনা (%): সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০১৯-২০) বাজেট ও প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট (২০২০-২১)	৫৪৭
লেখচিত্র	৩৬	চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি অনুপাতে বাজেটে অর্থায়নের উৎসের তুলনা: সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০১৯-২০) বাজেট ও প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০২০-২১ [চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি: ২২,৫০,৪৮০ কোটি টাকা (২০১৮ সাল) এবং ২৫,৪২,৪৮০ কোটি টাকা (২০১৯ সাল)]	৫৫০
লেখচিত্র	৩৭	খাতওয়ারি বাজেট ব্যয়: ২০২০-২১ এর প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট সরকারের চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় কতগুণ বেশি	৫৬৮
লেখচিত্র	৩৮	বাজেটে সম্পদ ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র: সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০১৯-২০) বাজেট ও প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০২০-২১	৫৭০
লেখচিত্র	৩৯	চলতি বাজারমূল্যে জিডিপি অনুপাতে বাজেটে সম্পদ ব্যবহার: সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০১৯-২০) বাজেট ও প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০২০-২১ [চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি: ২২,৫০,৪৮০ কোটি টাকা (২০১৮ সাল) এবং ২৫,৪২,৪৮০ কোটি টাকা (২০১৯ সাল)]	৫৭১

তথ্যপঞ্জি ৫৮৩

নির্ঘণ্ট ৬০৯

কৃতজ্ঞতা

কখনও-কখনও কোনো-কোনো বিষয়ে নির্মোহ ভাবনা সহজ নয়, আরো কঠিন তা লিখিতভাষ্যে প্রকাশ, ততোধিক কঠিন লিখিত ভাষ্যের মুদ্রিত প্রকাশ। এসবের সবকটিই ঘটে— যখন বিষয়বস্তু হয় জটিল ও স্রোতবিরুদ্ধ, আর একই সাথে যদি সময়টা হয় প্রতিকূল। এই গ্রন্থের ক্ষেত্রে এসবের সবটুকুই প্রযোজ্য। কারণ শ্রেণিবিভক্ত ও চরম মেরুকৃত সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রের বিকাশপ্রবণতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে শেষপর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে, তা নির্দেশ করে যে— সমসাময়িক সমাজ ও অর্থনীতি ব্যবস্থা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষনির্বিশেষে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উত্তরোত্তর অধিক হারে বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করে; আর রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সাজানো হয় এসবে প্রভাবকের ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে। এসবের ভিত্তিতে কাজ করছে আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির বাহক রেন্ট সিকার-পরজীবী-লুটেরা-অনুৎপাদক গোষ্ঠী— এরাই অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র— সবকিছুর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রক। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মহামন্দা, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা-বিচ্ছিন্নতা, জলবায়ু ও পরিবেশ বিপর্যয়, যুদ্ধ ও যুদ্ধাবস্থা— এদেরই কারণে। এসবের সাথে এখন যুক্ত হয়েছে সুস্থ জীবনের প্রতিপক্ষ— মহাভাইরাস কভিড-১৯। এ দুয়ের সম্মিলনে সৃষ্টি হয়েছে একবিংশ শতকের এখনকার মহাবিপর্যয়। অনিশ্চিত এই মহাবিপর্যয় থেকে মুক্তির সহজ কোনো পথ নেই। 'যেমন চলছিল তেমন পথে' হবে না। একটিই পথ খোলা— রেন্ট সিকার-পরজীবী-লুটেরা-অনুৎপাদক গোষ্ঠীর কবজা থেকে মুক্ত হয়ে বৈষম্য হ্রাসকারী আলোকিত পথে সামনে হাঁটা। কাজটি দুরূহ। এ পথ বেছে নেয়া সহজ নয়। তবে পথ হারালে মহাবিপর্যয় চিরস্থায়ী হওয়ার পথে হাঁটবে। তাহলে তো ঘুরে-ফিরে সমাজ পরিবর্তনের আলামত। বিশুদ্ধ চিন্তায় বিষয়টি সে রকমই— যা এই গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে— বলা চলে এ গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য ও উপসংহার। হঠাৎ করেই উপসংহারিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি— বাস্তবতা এমন নয়। জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়ায় তা ঘটেছে। আর আমার ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জনের এ প্রক্রিয়ার ব্যাপ্তিকাল হবে বিগত ৫০ বছর। এ প্রক্রিয়ায় যাঁদের উৎপাদিত-পুনরুৎপাদিত জ্ঞান ধার-কর্জ করেছি এবং বোঝার চেষ্টা করেছি, তাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে ওইসব জ্ঞান সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যৌক্তিক কারণেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয় তাঁদের কাছে, যাঁদের কারও সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। শুধু জানি— প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র নিয়ে তাঁদের জ্ঞানজাগতিক কিছু কথা। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি জ্ঞানজগতের ওইসব মহাগুরু-মহাদার্শনিকের কাছে, যাঁদের মধ্যে আছেন— "কনফুসিয়াস, সক্রেটিস, এ্যারিস্টটল, প্লেটো, চাণক্য" থেকে "ইবনে খালদুন, নিকোলাস কোপারনিকাস, গিওর্দানো ব্রুনো, টমাস বেকন, উইলিয়াম পেটি, ফ্রঁসোয়া কেনে, থমাস হবস্, জন লক, ভলতেয়ার, জ্যাঁ-জ্যাক রুশো, ইমানুয়েল কান্ট, জর্জ

হেগেল, এডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, লিওনার্দ সিসমন্ডি" হয়ে "জন স্টুয়ার্ট মিল, লুদভিগ ফয়েরবাখ, কার্ল মার্কস, ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, ভ্লাদিমির লেনিন, বার্ট্রান্ড রাসেল"।

কৃতজ্ঞ আমি আমার শিক্ষকদের প্রতি, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক– আমার মা ও বাবা। আমার প্রয়াত মা নূরুন নাহার বেগম ও বাবা ডা. এম এ কাসেম– উভয়েই তাঁদের পাঁচ সন্তানকে ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায় বিচার বোধ শিখিয়েছিলেন; শিখিয়েছিলেন মানুষ, সমাজ, প্রকৃতি– এসব পদবাচ্যের মর্মকথা। আর আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের ২০ বছর (১৯৬০-১৯৭০-এর দশক)– প্রাইমারি স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত– আমি আমার সব শিক্ষকের কাছেই কৃতজ্ঞ। তবে শিক্ষাজীবনের শুরুতেই ধুতিপরা ভোলানাথ স্যার আর পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা ইয়াকুব স্যারের কাছে চারিপাশের মানুষ ও জীবন সম্পর্কে যা শিখেছি, তার মূল্য নিরূপণের চেষ্টা হবে পর্বতসম ব্যর্থ চেষ্টা। তাঁদের প্রতি আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। হাইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকদের সান্নিধ্যে যা কিছু শিখেছি, তা আমার যুক্তিবাদী ভাবনাজগৎ নির্মাণে খুবই কার্যকর হয়েছে– এ জন্য আমি তাঁদের সবার প্রতিই কৃতজ্ঞ।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের জনক এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বৈশ্বিক সমাজ নিয়ে নির্মোহ জ্ঞান চর্চার প্রতীক ও বিশ্ববিবেকসম ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক নোয়াম চমস্কির কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অপরিমেয়। তাঁর সাথে আমার পরিচয় ২০১০ সাল থেকে মূলত সমাজ-রাজনীতি-রাষ্ট্রসংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়াদি নিয়ে যোগাযোগের মাধ্যমে। এই গ্রন্থে উপস্থাপিত 'শোভন সমাজব্যবস্থা তত্ত্বকাঠামো' বিনির্মাণে এই যোগাযোগ প্রকৃত শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছে। এবং এই প্রক্রিয়ায় তিনি গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু, উপস্থাপন কাঠামো ও উপসংহারের ইংরেজি ভাবানুবাদ দেখেছেন। এ জন্য আমি অধ্যাপক নোয়াম চমস্কির কাছে যারপরনাই কৃতজ্ঞ।

দেশ-সমাজ-মানুষ নিয়ে বিগত বহু বছর দেশে-বিদেশে গ্রাম-শহরের নারী-পুরুষ, গরিব-ধনী, স্বাক্ষর-নিরক্ষর, শিশু-প্রবীণ অনেক মানুষের সাথে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন থেকে শুরু করে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়েছে, যাদের সবার কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে চিন্তা-উদ্রেগকারী বহুমাত্রিক বিষয় শুনেছি ও শিখেছি– যা আমার ভাবনাজগৎ প্রশস্ত করতে সহায়ক হয়েছে; এদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ, যদিও বেশির ভাগেরই নাম মনে নেই। তবে কয়েকজনের প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা না বললে অন্যায় হবে। তাদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শফিক উজ জামান (অর্থনীতি বিভাগ), ড. রওশন আরা (দর্শন বিভাগ), ড. মতিউর রহমান (পরিসংখ্যান বিভাগ), ড. মিজানুর রহমান (আইন বিভাগ), ড. সায়েদুল হক খান (বিপণন বিভাগ), ড. সাখাওয়াৎ আনসারী (ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ); গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার-এর (এইচডিআরসি) সহকর্মী ড. অভিজিৎ পোদ্দার, (প্রয়াত) এম তাহেরউদ্দিন, ডা. মর্তুজা মজিদ, ডা. গোলাম মহিউদ্দিন, মোজাম্মেল হক, আসমার ওসমান, জি এম সোহরাওয়ার্দী, অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত, শেখ আলী আহমেদ টুটুল; বেসরকারি সংস্থা 'নিজেরা করি'র সমন্বয়ক মিস খুশি কবির ও এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর প্রধান নির্বাহী শামসুল হুদা; মুক্তিযুদ্ধকালে কমান্ডার সৈয়দ হোসাইনুল বাহার; ভারতের কলকাতাবাসী বিশিষ্ট গবেষক, নিবন্ধকার, অনুবাদক ও সম্পাদক প্রদীপ বকশি এবং দিল্লিবাসী প্রবীণ সাংবাদিক শঙ্কর

রায়; যুক্তরাজ্যপ্রবাসী বাংলাদেশি ড. সঞ্জন কুমার দাস (স্ট্রাকচারাল জেনোমিকস বিশেষজ্ঞ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিবি ইউকে); মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বাংলাদেশি ড. হায়দার আলী খান (কলোরাডো স্টেটের ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক); ড. আবুল হুসসাম (ভার্জিনিয়া স্টেটের জর্জ ম্যাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন ও প্রাণরসায়ন বিভাগের অধ্যাপক এবং খাওয়ার পানি আর্সেনিক মুক্ত করার প্রযুক্তি 'সনো ফিল্টার'-এর উদ্ভাবক)।

বিগত দুই দশক (২০০০ সাল থেকে) আমার জনগণভাবনার ল্যাবরেটরি হিসেবে কাজ করেছে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি— দেশের অর্থনীতিবিদদের একমাত্র পেশাজীবী সংগঠন। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিতে আমার ভাবনাজগতের বাধাহীন বিকাশ ও ভাবনা প্রকাশের মুক্তমঞ্চ হিসেবে কাজ করেছে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। এ জন্য সমিতির ৪ হাজার ৩৩৬ জন সদস্যের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। আর এই গ্রন্থ রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যরা অনুপ্রেরণা দিয়ে সহায়তা করেছেন— আমি তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। তবে যাদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তাদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, মো: আব্দুল হান্নান, ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এ জেড এম সালেহ, অধ্যাপক ড. মো: সাইদুর রহমান, অধ্যাপক ড. মো: মামুন, অধ্যাপক ড. মো: আলমগীর হোসেন ভুঁইয়া, অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত, অধ্যাপক হান্নানা বেগম, মো: মোস্তাফিজুর রহমান সরদার, অধ্যাপক ড. মো: মোয়াজ্জেম হোসেন খান, ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবুল হোসাইন, শেখ আলী আহমেদ টুটুল, মো: হাবিবুল ইসলাম, মনছুর এম ওয়াই চৌধুরী, বদরুল মুনির, মো: মোজাম্মেল হক, মো: জাহাঙ্গীর আলম, শাহানারা বেগম, মেহেরুননেছা, পার্থ সারথী ঘোষ, সৈয়দ এসরারুল হক, এস এম রাশিদুল ইসলাম, সৈয়দা নাজমা পারভীন পাপড়ি, নওশাদ মোস্তাফা, নেছার আহমেদ এবং এ, এফ, এম, শরিফুল ইসলাম। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অফিস স্টাফ আনিছুর রহমান, রাজু আহমেদ, জুবায়ের আলম, মিজানুর রহমান, নুরুল করিম ও সাগর আহমেদ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছেন— এ জন্য আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

এ গ্রন্থ রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা করেছেন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের (এইচডিআরসি) আমার প্রিয়ভাজন সহকর্মীরা। গ্রন্থে সন্নিবেশিত বিভিন্ন লেখচিত্র ও সারণি প্রস্তুতে সহযোগিতা করেছেন গবেষক ফয়সাল আহমেদ, আবু তালেব ও অজয় কুমার সাহা; মূল পাণ্ডুলিপি বাংলা টাইপ ও পুনঃটাইপে সহযোগিতা করেছেন মোজাম্মেল হক, এ এস এম ওবায়দুর রহমান, মো. সাবেদ আলী, মো. আরিফ মিয়া এবং মো. কবিরুজ্জামান লাপ্পু; তুলনামূলক বৃহদায়তন পাণ্ডুলিপির শুরু থেকে শেষপর্যন্ত সমন্বয়ের কাজ করেছেন মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনার সেলিম রেজা; গ্রন্থের শেষে সন্নিবেশিত তথ্যপঞ্জিকে সুবিন্যস্ত করার কাজে সহযোগিতা করেছেন শেখ আলী আহমেদ টুটুল; প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ঘণ্ট প্রণয়নে সহায়তা করেছেন সেলিম রেজা ও মো. নাওয়াল সরোয়ার; কভিড-লকডাউনের মাঝে কখনও কাকডাকা ভোরে কখনও বা গভীর রাতে পাণ্ডুলিপি আনা-নেয়া করেছেন এইচডিআরসির স্নেহভাজন কর্মী ফয়েজ আহমেদ, সৈয়দ জুন্নুন হাসান, প্রসেনজিৎ তঞ্চঙ্গাঁ; সর্বশেষ পাণ্ডুলিপির বাংলা বানানরীতি ও ভাষাগত দিক অত্যন্ত মনোযোগ ও নিষ্ঠার সাথে দেখে দিয়েছেন এস এম তারিকুল ইসলাম মুন্না— আমি এদের সবার কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ; কারণ

এদের একনিষ্ঠ শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার ছাড়া গ্রন্থটির সময়মতো প্রকাশ হয়তো বা সম্ভব হতো না। গ্রন্থের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলঙ্করণের কাজটি সুনিপুণ পেশাগত দক্ষতা ও অপরিহার্য শিল্পবোধের সাথে করেছেন সব্যসাচী হাজরা; আর ছাপার কাজটি সৌন্দর্যবোধের সাথে নিখুঁত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন শাহীন আহমেদ– এদের কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। কভিড-১৯-এর বিপর্যয়কালেও ছাপাখানায় যারা নিভৃতে দিন-রাত শ্রম দিয়ে এই গ্রন্থকে আলোর মুখ দেখিয়েছেন– আবদুল মোতালেব, নিত্য চন্দ্র বর্মণ, আরিফ রাব্বানী, মনির হোসেন বাবু, আবদুল লতিফ, হাফিজ আহম্মদ, মো. শাহীনুর, গিয়াসউদ্দিন– সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও আমাদের পরিবারের যারা আমার স্রোতবিরুদ্ধ ভাবনাজগৎ প্রসারণে বহু বছর ধরে সংহতি পোষণ করে আসছে– কখনও দ্বিধান্বিত হয়নি-ভয় পায়নি, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছে– তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। এদের মধ্যে কয়েকজনের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ বিধায় নৈতিক দায়বদ্ধতার কারণে তাদের নাম-পরিচয় নথিভুক্ত করা জরুরি: আমার বড় ভাই ইঞ্জিনিয়ার আবুল হাসেম ও ভাবী মাহবুবা খাতুন, মেজো ভাই অধ্যাপক ড. আবুল হুসসাম ও ভাবী মেহেরুন নাহার, ছোট ভাই ড. ডা. এ কে এম মুনীর এবং তার স্ত্রী ডা. তাহমিনা বেগম, ছোট ভাই নুরুল আজম এবং তার স্ত্রী জেরিনা ইয়াসমিন বানু; ভ্রাতুষ্কন্যা ড. আইরিনা হাশমি, ইঞ্জিনিয়ার তাসনিম নাহার হুসসাম, ড. রেশমান নাহার হুসসাম, ডা. শাওকি মুনির, রুহানা নূর-হেনা আজম; ভ্রাতুষ্পুত্র ডা. হাশমি সিনা, ইঞ্জিনিয়ার শাহীর মুকতাসিদ হুসসাম, ডা. তাইসির শাহরিয়ার, শারিফ মুকসিদ হুসসাম, সামির বিন আজম এবং জাবির বিন আজম।

আমার গ্রন্থ রচনার নিভৃতস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর ফুলার রোড ৩৭/জ-এর চিলেকোঠায় (যেখান থেকে বেরুলেই ছাদে ১ হাজার ৫৩৪টি নৈসর্গিক উদ্ভিদরাজি; আর তার সাথে আছে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া সিম্‌বা– যাদের সাথে আমার সম্পর্কটা নিঃশর্ত, নির্মল ও আত্মিক) আমাকে সময়ে-অসময়ে চা-পানি দিয়েছেন শাহেরা বেগম (আমেনার মা), শিল্পী খাতুন, স্বর্ণা বেগম– ওদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আর আমার ক্লান্তিহীন চিন্তাশ্রমে উৎসাহ জুগিয়েছে আমার কন্যাত্রয় অরণি বারকাত, আনোখি বারকাত, অবন্তি বারকাত এবং সহধর্মিণী অধ্যাপক ডা. সাহিদা আখতার– ওদের ঋণ অপরিশোধ্য।

সব শেষে দার্শনিক জ্যাঁ-জ্যাক রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) কথা দিয়েই বলি– "আমি খুব ভালো করেই জানি, এসব জানার কোনো আগ্রহ পাঠকের নেই। কিন্তু আমার আগ্রহ আছে তাদের বলার"। আগাম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাঁদের কাছে– যাঁরা এই গ্রন্থটি পাঠ করবেন, ভাববেন, গঠনমূলক সমালোচনা করবেন– অন্যকে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং এসব করে নির্মোহ জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে শোভন সমাজ বিনির্মাণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবেন।

ঢাকা: ০১ নভেম্বর, ২০২০ আবুল বারকাত

৮.৮ কভিড-১৯: সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অনানুষ্ঠানিক খাত— কারা, কতটুকু, কী করা?

অনানুষ্ঠানিক খাত বা Informal Sector সম্ভবত বৈশ্বিক অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় খাত। উৎপাদিত পণ্য-সেবার পরিমাণ এবং নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা (কর্মনিয়োজন)— উভয় দৃষ্টিতেই এ খাতটি এখনই বিশ্বের সবচেয়ে বড় খাত আর সামনের ১০-১৫ বছরে তার বড়ত্ব হবে কল্পনাতীত। কী আছে এ খাতে, কী হয় এ খাতে, কারা এ খাতে কাজ করেন, কীভাবে এ খাতে পরিবারের অনেকে সংযুক্ত হন, দেশজ ও বৈশ্বিক বাজারে এ খাতের নেটওয়ার্ক কত বড় এবং কী তার প্রয়োজন— এসব নিয়ে তেমন কোনো গভীর বিশ্লেষণমূলক গবেষণা নেই। তবে একদিকে যেহেতু অনানুষ্ঠানিক খাত বিশ্বের সর্ববৃহৎ খাত, পারিবারিক শ্রমভিত্তিক খাত, অপরিচিত মানুষদের সরল রূপের সমবায় বাজার; আর অন্যদিকে কভিড-১৯-এ সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত খাত (যা নিয়ে কেউই তেমন বলেন না)— সেহেতু এ খাত নিয়ে বলা আমাদের যৌক্তিক ও নৈতিক দায়িত্ব।

'অনানুষ্ঠানিক খাত'— কী আছে এ খাতে? সঠিক প্রশ্নটা হবে— কী নেই এই খাতে? অনানুষ্ঠানিক এই খাতে যা আছে এবং যারা কাজ করছেন তার ছোট একটা পরিসর-তালিকা হতে পারে এ রকম: ডাস্টবিন থেকে খাদ্য সংগ্রহকারী অথবা আপনার ব্যবহৃত প্লাস্টিকের বোতল-কন্টেইনার-কাগজ সংগ্রহকারী মানুষ (যাদের আদর করে অথবা দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়ে অথবা অবজ্ঞা করে কেউ বা 'পথশিশু', কেউ বা 'পথকলি', আবার কেউ বা 'টোকাই' নামকরণ

করেছেন; দেশের প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীরা ওদের নিয়ে বই-পুস্তক রচনা করেছেন!); পাড়ার ফেরিওয়ালা– আপনার পাড়ার ফেরিওয়ালা, যিনি মাথায় করে অথবা ঘাড়ে করে অথবা কাঁখে নিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্তর বিক্রি করেন এবং/অথবা কেনেন; ভ্যান অথবা রিক্সা চালিয়ে যিনি আপনার দোরগোড়ায় শাকসবজি-মাছ-মাংস পৌঁছে দেন; চা-পান স্টল; বস্তিতে, ছোট রাস্তার আশেপাশে, বাজারের ঘুপচির মধ্যে ছোটখাটো দোকানপাট ও হোটেল-রেস্তোরাঁ; ছোটখাটো মুদি– মনোহারি দোকান; ভোররাত থেকে সকাল পর্যন্ত রাস্তার পাশে যারা আপনার জন্য শাকসবজি, ফলমূল, মাছ, মাংসের পসরা নিয়ে বসে থাকেন; রাস্তার পাশের হকার (যাদের প্রতিনিয়ত পুলিশ তাড়া করে); ছোট্টঘরে অথবা এক ছাতার নিচে যারা লঞ্চ-বাসের টিকিট বিক্রি করেন; ছাতির তলায় (ছোট টেবিলে) আপনার জন্য যিনি মোবাইল ফোনের সিম অথবা এয়ারটাইম বিক্রি করেন (বাতাস নিয়ে এ ব্যবসায় লক্ষ-কোটি টাকার মালিক হচ্ছেন অনেক উপরে বসে থাকা কেউ-কোনো কর্পোরেশন আর ছাতির তলার মানুষটি কিন্তু তেমন কোনো লাভ ছাড়াই গ্রীষ্মের দাবানল ও শীতের ঠাণ্ডা সহ্য করে চলেছেন); পরিচ্ছন্নকর্মী যাদের ছাড়া আপনার জীবন বিপন্ন হতে বাধ্য (কিন্তু ওদের খোঁজখবর কেউই নেয় না); গ্রামের হাটবাজারের অথবা শহরের সুপার মার্কেটের চিপাচাপায় বসে যিনি আপনার জুতা কালি-সেলাই থেকে শুরু করে মোবাইল ফোন ঠিকঠাক করে দিচ্ছেন; আপনি সুপার মার্কেটে অথবা বড় হাট-বাজারে যা কিছুই কেনেন না কেন তার বেশির ভাগই উৎপাদন পর্যায় থেকে (কৃষি থেকে শিল্প ও সেবা খাত পর্যন্ত) আপনার বাসায় অথবা খাবার টেবিলে পৌঁছে দেবার মাঝখানে যারা আছেন তাদের অধিকাংশ মানুষ; খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের মালামাল তাদের হাতে পৌঁছে দেবার মাঝখানে পরিবহণসহ যত ধরনের কর্মকাণ্ড আছে তার অধিকাংশই যাদের মাধ্যমে হচ্ছে তারা; আমাদের 'গর্বের' ধোলাই খাল, বঙ্গবাজার এবং এ রকম যা কিছু আছে সবই; আপনি যে কফি খাচ্ছেন (ধরুন নেস্‌লে) ওই কফি বাগানে আফ্রিকার জঙ্গল থেকে শুরু করে বিশ্বের যেখানে যত শিশু ও নারী কাজ করছেন (বলতে পারেন নামমাত্র মজুরিতে) তারা; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবাই যে দোকান থেকে দৈনন্দিন বাজার-সদাই করেন যেমন ওয়ালমার্টের (যেখানে স্লোগান লেখা 'Everyday Low Price') মূল সাপ্লায়ার 'প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বলিং' যে খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রী বিশ্বের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত যাদের কাছ থেকে পানির দামে সংগ্রহ করে আনেন তারা; চীনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চায়না মার্কেটে যা বিক্রি হচ্ছে এবং যারা বিক্রি করছেন– আর তাদের কাছে যারা বিক্রি করছেন; পৃথিবীর যত দেশে ভোরবেলায় অথবা রাতে যত ধরনের পণ্যাদির ব্যবসা হয় তার প্রায় সবটুকুই এবং জড়িত সবাই।

ওপরে যা বললাম তার ভিত্তিতে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের অর্থনীতি হলো অনেক ধরনের অর্থনীতির জটিল যোগফল, যার মধ্যে আছে– হকারের অর্থনীতি, ভেন্ডরের অর্থনীতি, টোকাই-ইকোনমি, পরিচ্ছন্নকর্মীদের অর্থনীতি, ছাতির-তলার অর্থনীতি, টি-স্টলের অর্থনীতি, ছাপড়া হোটেল-রেস্টুরেন্টের অর্থনীতি, মুদি দোকানের অর্থনীতি, ক্ষুদ্র পরিবহণের অর্থনীতি, বঙ্গবাজার অর্থনীতি, ধোলাই খাল অর্থনীতি, চায়না টাউন অর্থনীতি, রাস্তার গলিঘুপচির অর্থনীতি, মুটে-মজুরের অর্থনীতি, কৃষির বিশাল অংশের অর্থনীতি, বিশ্বায়ন রক্ষার অর্থনীতি,

মোবাইল কোম্পানির বাতাস বিক্রির অর্থনীতি, সুপার স্টোর অর্থনীতির ভেতরের অর্থনীতি, প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেবার অর্থনীতি, লোকজ শিল্প-সংস্কৃতি-কৃষি বিকাশের অর্থনীতি— এক কথায় "সমগ্রক অর্থনীতি"। অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের সমগ্রক অর্থনীতির মানুষেরা কেউ কাউকে চেনেন না; কিন্তু এ হলো বিশ্বের সর্ববৃহৎ অসংগঠিত 'নেটওয়ার্ক ইকোনমি', যা এদের তুলনায় বহু হাজার গুণ ছোট অথচ সুসংগঠিত 'নেটওয়ার্ক ইকোনমি'র (বহুজাতিক কোম্পানির) অধীনস্থ দাসানুরূপ সত্তাবিশেষমাত্র। অনানুষ্ঠানিক খাতের মর্মার্থ নিয়ে মার্কিন কবি ও গায়ক অ্যালেন গিনস্‌বার্গ[৫১]-এর আমেরিকা (১৯৫৬ সালে রচিত) কবিতার দু-একটি ছত্র উল্লেখ প্রাসঙ্গিক:

> "America why are your libraries full of tears? ...
>
> When can I go into the supermarket and buy what I need with my good looks?"

অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি (informal economy) যেহেতু বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাত, যেহেতু কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয়সহ সবধরনের অর্থনৈতিক মন্দায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এই ইকোনমি, যেহেতু অনানুষ্ঠানিক ইকোনমি আমাদের দেশের জন্য নিয়ামক মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ এবং যেহেতু এই ইকোনমি নিয়ে অনেক বিভ্রান্তিকর ধারণা দেয়া হয় (অনেক ক্ষেত্রে খুবই সচেতনভাবে)— সেহেতু অনানুষ্ঠানিক খাতের এই ইকোনমি নিয়ে আরো কয়েকটি বিষয় উত্থাপন জরুরি। বিষয়গুলি এ রকম:

(১) বিশ্বব্যাপী অনানুষ্ঠানিক খাতের ইকোনমির আকার ১০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ (যা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইকোনমি চীনের চেয়ে বড়)। এই ইকোনমির সাথে পৃথিবীর ৭৮০ কোটি মানুষের মধ্যে ১৮০ কোটি মানুষ জড়িত (জড়িত তাদের জীবন ও জীবিকা)। এই ইনফর্মাল ইকোনমিতে সৃষ্টি হয় বৈশ্বিক জিডিপির প্রায় ৫০ শতাংশ এবং বৈশ্বিক শ্রমশক্তির ৮০-৮৫ শতাংশ এর সাথে জড়িত। এই ইকোনমি একমাত্র মার্কেট-সেগমেন্ট, যা ক্রমবর্ধমান। সামনের ১০-১৫ বছরে এই ইকোনমির প্রবৃদ্ধি হবে সর্বোচ্চ।

(২) অনেকেই 'ইনফর্মাল-ইকোনমি'র সাথে কালোটাকার অর্থনীতি, ঘুষের অর্থনীতি, দুর্নীতির অর্থনীতি, অর্থ পাচারের অর্থনীতি, মাদক ব্যবসার অর্থনীতি, অস্ত্র ব্যবসার অর্থনীতি, চুরি-ডাকাতির অর্থনীতি যুক্ত করেন অথবা অংশ মনে করেন। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কালোটাকার

---

[৫১] প্রয়াত অ্যালেন গিনস্‌বার্গ (১৯২৬-১৯৯৭) ছিলেন একজন মার্কিন কবি, লেখক এবং সঙ্গীতে বিটলস্ আন্দোলন-ধারার প্রতিষ্ঠাতা। অ্যালেন গিনস্‌বার্গ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যাসহ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা স্বচক্ষে দেখার জন্য (১৯৭১-এর) সেপ্টেম্বর মাসে যশোর-এ আসেন। তখনই তিনি যে কবিতাটি লিখে, সুর দিয়ে এবং নিজ গলায় গেয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছেন, তার নাম "September on Jessore Road"। অ্যালেন গিনস্‌বার্গ ১৯৫৫ সালে তার কবিতায় "A Supermarket in California" (এবং সঙ্গীত) অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে কর্মরত মানুষদের দুর্দশার ভিত্তিতে উন্নত বিশ্বের তথাকথিত ঐশ্বর্য নিয়ে যা লিখেছিলেন তার সারকথা হলো "বন্ধ করতে হবে Commodification of the natural world" ('প্রকৃতির পণ্যায়ন বন্ধ করতে হবে')।

অর্থনীতিসহ ঘুষ-দুর্নীতির নষ্ট-ভ্রষ্ট অর্থনীতি আসলে আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিরই অনুষঙ্গ, অনানুষ্ঠানিকের নয়।

(৩) অনেকেই বলেন ইনফর্মাল অর্থনীতির ব্যবসা-বাণিজ্য বেআইনি, কারণ তা রেজিস্টার্ড নয়। এ ধারণা ভ্রান্ত– মহাভ্রান্ত। (আমাদের) দেশের সংবিধান তো বলে যে আত্মকর্মসংস্থান বা স্বকর্মসংস্থান (self-employment) হলো নাগরিক অধিকার; তাহলে এ অধিকারবলে ওদের রেজিস্ট্রি করার দায়িত্ব সরকারের। সরকার এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কোনোভাবেই বলা যাবে না যে ওরা "আন-রেজিস্টার্ড"– ওরা তো নাগরিক হিসেবে রেজিস্টার্ড, প্রজা হিসেবে নয়।

(৪) অনেকেই বলেন ওদের ব্যবসা-বাণিজ্য বেআইনি, কারণ ওরা সরকারকে কোনো রকম কর (tax) দেয় না। আসলে ওদের চেয়ে বেশি কর অন্য কেউই দেয় না। পুলিশ-ট্রাফিক পুলিশ তো ওদের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা নেয়; মাস্তানরা তো একচুলও ছাড় দেয় না– খুবই নিয়মিত ও নির্দিষ্ট হারে "ব্যবসায়-চাঁদা" পরিশোধ করতে হয়; মধ্যস্বত্বভোগীরা তো একচুলও ছাড় দেয় না– এই তো কয়েক মাস আগে কৃষক যখন ২ কোটি মণ বোরো ধান উৎপাদন করে মধ্যস্বত্বভোগীদের ২০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ দিতে বাধ্য হলেন সেটাকে কী বলা হবে? ওদের জীবন-জীবিকার প্রধান শর্তই তো কর-দাসত্ব মেনে নেয়া। আর তা তারা মেনে নিয়েই সবাইকে কর দিচ্ছেন। সরকারই বা কী করছে আর তার কর-রাজস্ব বিভাগই বা কী করছে, যে ওরা সরকারের কাছে প্রদেয় কর নিয়মিত দিয়ে যাচ্ছে– অধিক হারে দিয়ে যাচ্ছে– কিন্তু সরকার বলছে "আমি তো পাচ্ছি না"। সরকারই তাহলে বলুক কে পাচ্ছে, যারা পাচ্ছে তাদের সাথে সরকার-রাজনীতির কী সম্পর্ক?

বাংলাদেশে মোট সক্রিয় শ্রমশক্তির (active labour force) তথা শ্রমবাজারের ৮০-৮৫ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে বা ইনফর্মাল মার্কেটে কর্মরত। খালি চোখেই দেখা যায় যে কভিড-১৯-এ যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের অধিকাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মানুষ। যেমন অণু ব্যবসায়ী– ফেরিওয়ালা, হকার, ভ্যানে পণ্যবিক্রেতা, চা-পান স্টল; ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী-মুদি দোকানদার; অণু-ক্ষুদ্র হোটেল-রেস্তোরাঁ; ক্ষুদ্র মাঝারি পাইকার; নির্মাণ শিল্পের শ্রমিক; পরিবহণ শ্রমিক; রিক্সা-ভ্যানচালক; কৃষিমজুর ইত্যাদি।

যেহেতু কভিড-১৯ মহামারিতে আক্রান্ত কৃষি-শিল্প-সেবা খাত নিয়ে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি এবং আসন্ন ২০২০-২১ বাজেটের জন্য প্রস্তাবনা দিয়েছি (পরেও আছে), সেহেতু এখন আমরা দেখাব যে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত-ক্ষতিগ্রস্ত অনানুষ্ঠানিক কয়েকটি ব্যবসা-খাত-ক্ষেত্র– যার মধ্যে আছে অণু ব্যবসায়ী (micro business), ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসা (small retail), মাঝারি পাইকারি ব্যবসা (medium wholesale, এদের সুবিধের জন্য আমরা মাঝারি বলছি) এবং অণু-ক্ষুদ্র হোটেল-রেস্তোরাঁ।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এসব ব্যবসা সম্পর্কে আমাদের সরকারি পরিসংখ্যানে তেমন কিছু নেই, যা দিয়ে এসব ব্যবসার ওপর কভিড-১৯-এর আঘাতের পরিমাণ পরিমাপ করা যায়। যেমন এদের সংখ্যা যে কত সে তথ্যটিও ঠিকমতো নেই (বাংলাদেশ লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৩, ইকোনমিক সেন্সাস রিপোর্ট-২০১৩)। এহেন অবস্থায় দ্রুত জরিপ ছাড়া (তাও আবার লকডাউনের মধ্যে) অনানুষ্ঠানিক খাতে কভিড-১৯-এর ঘাত-প্রতিঘাত মাপার পথ নেই। আমরা সেটাই করেছি। এ প্রয়াসের অংশ হিসেবে আমরা প্রথমেই অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি বাংলাদেশে (গ্রাম ও শহরে) অণু ব্যবসা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মাঝারি পাইকারি ব্যবসা, এবং অণু-ক্ষুদ্র হোটেল রেস্তোরাঁর সংখ্যা কত এবং ব্যবসার ধরন অনুযায়ী কভিড-১৯-এর আঘাতে গড় ক্ষতির পরিমাণ কেমন হতে পারে। আর এসব জানার পরেই আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ব্যবসার ধরন অনুয়ায়ী যুক্তিসঙ্গত (rational অর্থে) প্রণোদনা প্রস্তাব নির্ধারণ করেছি এবং তা সরকাকে অবগত করেছি। এসবই সারণি ৫-এ উপস্থাপন করেছি (সারণির নিচে হিসেব পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিবরণ ও প্রয়োজনীয় নোট দেয়া আছে, যা প্রস্তাবিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে উপযোগী হবে)।

যেহেতু অণু-ক্ষুদ্র-মাঝারি ব্যবসায়ীদের বিষয় নিয়ে সরকারি পরিসংখ্যানে খুব বেশি কিছু নেই, যেহেতু এরা অনানুষ্ঠানিক খাতের প্রধান সমস্যা, এবং যেহেতু এরা কভিড-১৯-এর লকডাউনে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত– সেহেতু প্রথমেই এদের আনুমানিক সংখ্যা সম্পর্কে বলা প্রয়োজন। আমাদের হিসেবে (২০২০ সালের মে মাসে) বাংলাদেশে অণু ব্যবসায়ী (ভ্রাম্যমাণ ও স্থায়ী), ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী-মুদিখানা/মনোহারি দোকান, মাঝারি পাইকারি ব্যবসা এবং অণু-ক্ষুদ্র হোটেল-রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীর মোট সংখ্যা আনুমানিক ৮৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৯৪, যার মধ্যে গ্রামে আছে ৩৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯২০ (৪০.৩ শতাংশ); আর শহরে ৫১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৭৪টি (৫৯.৭ শতাংশ)। ব্যবসার ধরন অনুযায়ী গ্রাম-শহরে এসব ব্যবসা যেভাবে বিস্তৃত তা নিম্নরূপ (সারণি ৫ ও লেখচিত্র ১৫):

(১) ভ্রাম্যমাণ অণু-ব্যবসা (ফেরিওয়ালা, হকার, ভ্যানে পণ্য বিক্রেতা): মোট ২৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ৭১৯, যার মধ্যে গ্রামে ৬ লক্ষ ১০ হাজার ৫৬১ (২২.২ শতাংশ) আর শহরে ২১ লক্ষ ৪৩ হাজার ১৫৮ (৭৭.৮ শতাংশ)। এরা মোট অণু ব্যবসায়ীদের ৫৮.৬ শতাংশ, আর মোট পাঁচ ধরনের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৩১.৮ শতাংশ (পাঁচ ধরনের মধ্যে অণু-ব্যবসার দুটি ধরন আলাদা ধরলে)।

(২) স্থায়ী অণু-ব্যবসা (চা-পান বিক্রেতা): মোট আনুমানিক ১৯ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৮৫, যার মধ্যে গ্রামে ৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪৫৩ (৪৯.৩ শতাংশ), আর শহরে ৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ২৩২ জন (৫০.৭ শতাংশ)। এরা মোট অণু-ব্যবসায়ীদের ৪১.৪ শতাংশ, আর মোট পাঁচ ধরনের ব্যবসায়ীদের ২২.৪ শতাংশ।

(৩) মোট অণু-ব্যবসায়ী (ভ্রাম্যমাণ ও স্থায়ী): মোট আনুমানিক ৪৬ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪০৪, যার মধ্যে গ্রামে ১৫ লক্ষ ৭০ হাজার ১৪ (মোট অণু-ব্যবসায়ীর ৩৩.৪ শতাংশ) আর শহরে ৩১ লক্ষ ২৯ হাজার ৩৯০ জন (মোট অণু-ব্যবসায়ীর ৬৬.৬ শতাংশ)। অণু-ব্যবসায়ের মোট সংখ্যা হবে দেশের মোট ৪ ধরনের

ব্যবসার (যেসব ব্যবসা নিয়ে আমরা এখানে বলছি) ৫৪.৩ শতাংশ। তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে দেশে অণু-ব্যবসায়ের সংখ্যা তুলনামূলক অনেক এবং মানুষ স্বল্প মূলধনে নিজ উদ্যোগে কিছু না কিছু করেন— এ ধরনের আত্মকর্মসংস্থান অর্থনীতির জন্য এবং মানুষের জীবিকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের আত্মকর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রণোদনা দেয়া জরুরি (এ প্রসঙ্গে আমরা পরে বলেছি)।

(৪) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (মুদিখানা/মনোহারি দোকান এবং অনুরূপ): মোট ৩১ লক্ষ ১৫ হাজার ৫২, যার মধ্যে গ্রামে ১৩ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫৬৮ (মোট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ৪৪.৮ শতাংশ) আর শহরে ১৭ লক্ষ ১৯ হাজার ৪৮৪ জন (মোট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ৫৫.২ শতাংশ)। এরা দেশের মোট পাঁচ ধরনের ব্যবসায়ের একক সর্বোচ্চ গ্রুপ, ৩৬ শতাংশ।

(৫) মাঝারি পাইকারি: মোট ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৫২, যার মধ্যে গ্রামে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪৪৬ (মোট মাঝারি পাইকারিদের ৫৪.৫ শতাংশ) আর শহরে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪০৬ (মোট মাঝারি পাইকারিদের ৪৫.৪ শতাংশ)।

(৬) অণু-ক্ষুদ্র হোটেল-রেস্তোরাঁ: মোট ৫ লক্ষ ১৯ হাজার ৫৮৬, যার মধ্যে গ্রামে ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮৯২ (মোট এ গ্রুপের ৬৭.১ শতাংশ) আর শহরে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৬৯৪ (মোট গ্রুপের ৩২.৯ শতাংশ)। এরা দেশের মোট চার ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ৬ শতাংশ।

কভিড-১৯-এ লকডাউনের ফলে এসব অণু-ক্ষুদ্র ব্যবসা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে ক্ষতির হিসেবপত্তর নিচে বলা হলো। আমাদের হিসেবে সমগ্র দেশে অণু ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালা, চা-পান স্টল, মুদি দোকান, মাঝারি পাইকারি দোকান ও অণু-ক্ষুদ্র হোটেল রেস্তোরাঁর মোট সংখ্যা ৮৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৯৪। প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গড়ে কর্মচারীর সংখ্যা (মালিকসহ) ১.৮৩ জন। সে হিসেবে ওইসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মোট নিযুক্ত আছেন (সঠিক হবে যদি বলি কভিড-১৯-এ লকডাউনের আগে নিযুক্ত ছিলেন) ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬২৬ জন। আবার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে গড়ে ১.২৩ জন পাওয়া গেছে, যাদের আয়ে তাদের খানার মূল ব্যয় নির্বাহ হয় (যেখানে খানার সদস্য গড়ে ৪.০৭ জন)। সুতরাং এ হিসেবে ওই ৮৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৯৪ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর নির্ভর করে মোট ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ২২ হাজার ২৫৯ জন মানুষের জীবিকা (যা দেশের মোট ১৭ কোটি জনসংখ্যার ২৫.৪৮ শতাংশ)। অর্থাৎ এরা হলেন দেশের প্রতি ৪ জনের ১ জন। এদের মধ্যে প্রথম দুই ক্যাটাগরির (অর্থাৎ অণু-ব্যবসায়ী: ভ্রাম্যমাণ ব্যবসা ও চা-পান বিক্রেতা) প্রায় সবাই কোভিড-১৯-এর কারণে নিঃস্ব হয়েছেন (pauperised due to COVID-19)। অন্য কথায়, ব্যবসা-বাণিজ্য বিবেচনা করলে দেশের উল্লিখিত মোট ৮৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৯৪ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৬ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪০৪টি (এরা মোট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ৫৪.২ শতাংশ) অণু ব্যবসায়ী কভিড-১৯-এ লকডাউনের কারণে সম্পূর্ণ নিঃস্ব

হয়েছেন (totally pauperised)। এদের খানার মোট সদস্য সংখ্যা হবে ১ কোটি ৯১ লক্ষ ২৬ হাজার ৫৭৪ জন। আর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং অণু-ক্ষুদ্র হোটেল-রেস্তোরাঁর মালিক অর্থাৎ ৩৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৩৮টি প্রতিষ্ঠান— এদের কমপক্ষে ৫০ শতাংশ (১৮,১৭,৩১৯) কোভিড-১৯-এর কারণে হয়েছেন 'নব-দরিদ্র'। এ গ্রুপে "নব-দরিদ্রদের" খানার মোট সদস্য সংখ্যা হবে আনুমানিক ৭৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬৪৯ জন। অর্থাৎ হিসেব যা দাঁড়াচ্ছে তা হলো কভিড-১৯-এ লকডাউনের কারণে মোট ৬৫ লক্ষ ১৬ হাজার ৭২৩টি অণু-ব্যবসা ও অণু-ক্ষুদ্র হোটেল-রেস্তোরাঁ সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়েছে, তারা হয়েছে 'নব-দরিদ্র' আর এদের খানার সদস্য সংখ্যা হবে মোট ২ কোটি ৬৫ লক্ষ। কভিড-১৯-এ লকডাউনের কারণে অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে সৃষ্ট এই ২ কোটি ৬৫ লক্ষ 'নব-দরিদ্র' মানুষ হচ্ছেন দেশের মোট জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ। এসব "নব-দরিদ্রকে" উদ্ধার করতেই হবে। এ লক্ষ্যে আমাদের প্রণোদনা প্রস্তাব সম্পর্কে নিচে বলা হলো।

কভিড-১৯-এর লকডাউনে ব্যবসা-বাণিজ্য লেনদেন স্থবির হয়ে পড়ার কারণে অণু ব্যবসায়ীদের (ভ্রাম্যমাণ এবং স্থায়ী) প্রায় সবাই নিঃস্ব হয়েছেন, অণু-ক্ষুদ্র হোটেল-রেস্তোরাঁ ব্যবসার কমপক্ষে অর্ধেকটাই নিঃস্ব; চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (মুদি/মনোহারি দোকান এবং সমজাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য), ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ক্ষুদ্র-মাঝারি পাইকার। এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা আনুমানিক ৮৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৯৪। আর এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চলমান থাকার সাথে জীবন-জীবিকা সরাসরি নির্ভর করে এসব প্রতিষ্ঠানের মালিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানপ্রতি গড়ে ১.৩ জন কর্মচারীর (যাদের আয়ে ওদের পরিবারের জীবিকা নির্ভর করে)। সুতরাং হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে যে মোট ৮৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৯৪টি অণু-ক্ষুদ্র-মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু থাকার সাথে জীবন-জীবিকা সরাসরি নির্ভর করছে ৭ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের (যারা দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৫.৯ শতাংশ)। এসব ব্যবসার যে বেহাল দশা হয়েছে তাতে এদের বেশির ভাগই রাষ্ট্রীয়-সরকারি সহায়তা ছাড়া কোনোদিনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। এদের যোগ্যতা-দক্ষতা-অভিজ্ঞতা সবই আছে, কিন্তু আর্থিক ভিত ভেঙে গেছে। এসব বিবেচনা থেকে এসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পুনরুজ্জীবিত করতে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো (যা সারণি ৫ ও লেখচিত্র ১৬-এ বিস্তারিত দেয়া হয়েছে) নিম্নরূপ:

(১) অণু ব্যবসায়ী: মোট ৪৬ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪০৪ জন ভ্রাম্যমাণ ব্যবসা ও (স্থায়ী) চা-পান দোকানদারকে ব্যবসা পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা এককালীন অনুদান (ঋণ নয়) বাবদ মোট ৯,৩৯৯ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা। এ অনুদান স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় ব্যাংক ব্যবস্থাপনা করবে।

(২) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (মুদি, মনোহারি দোকান এবং সমগোত্রীয়, মোট ৩১,১৫,০৫২) এবং অণু-ক্ষদ্র হোটেল-রোস্তোরাঁ (মোট ৫,১৯,৫৮৬): মোট ৩৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৩৮টি প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা শুরু ও স্বাভাবিকভাবে পরিচালনার জন্য

প্রত্যেককে স্বল্প সুদে (২.৫% সরল সুদে) ১ বছর মেয়াদি ২ লাখ টাকা চলতি মূলধন ঋণ, যে ঋণ ফেরত দেয়া শুরু হবে ঋণ প্রাপ্তির ৬ মাস পরে; আর এদের মধ্যে কারো ইতিমধ্যে ব্যাংক ঋণ থাকলে কিস্তি পরিশোধ কমপক্ষে ৬ মাস পেছানো। এখানে ব্যবস্থাপনা করবে ব্যাংক। আমাদের এই প্রস্তাবনানুযায়ী মোট ঋণ-ফান্ড হতে হবে ৭২,৬৯৫ কোটি টাকা।

(৩) মাঝারি পাইকারি ব্যবসা (মোট ৩,১৯,৮৫২): এ গ্রুপের জন্য আমাদের প্রস্তাব হলো ব্যবসা শুরু ও স্বাভাবিক পরিচালনের জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প সুদে (২.৫% সরল সুদে) ১ বছর মেয়াদি ৩ লাখ টাকা চলতি মূলধন ঋণ, যে ঋণ তারা ফেরত দেবে ঋণ প্রাপ্তির ৬ মাস পর থেকে; আর এদের মধ্যে কারো ইতিমধ্যে ব্যাংক ঋণ থাকলে কিস্তি পরিশোধ কমপক্ষে ৬ মাস পেছানো। এ ঋণ ব্যবস্থাপনায় থাকবে ব্যাংক। আমাদের এই প্রস্তাবনানুযায়ী মোট ঋণ-ফান্ডের আকার হবে ৯,৫৯৬ কোটি টাকা।

সারণি ৫: গ্রাম ও শহরের অণু (micro), ক্ষুদ্র (small) ও মাঝারি (medium) (বিভিন্ন ধরনের ফেরিওয়ালা, মুদি দোকান, মাঝারি পাইকারি, অণু-ক্ষুদ্র হোটেল-রেস্তোরাঁ) ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ও প্রণোদনা প্রস্তাব

ব্যবসার ধরন	প্রস্তাবিত প্রণোদনার বৈশিষ্ট্য	গ্রাম		শহর		সমগ্র বাংলাদেশ	
		মোট সংখ্যা	মোট টাকা (কোটি)	মোট সংখ্যা	মোট টাকা (কোটি)	মোট সংখ্যা	মোট টাকা (কোটি)
অণু-ব্যবসায়ী (micro) **ভ্রাম্যমাণ ব্যবসা:** ফেরিওয়ালা, হকার, ভ্যানে পণ্য বিক্রেতা	১। প্রত্যেককে এককালীন **২০ হাজার টাকা** ২। **অনুদান** ৩। ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় ৪। স্থানীয় সরকারের সহযোগিতা	৬,১০,৫৬১	১,২২১	২১,৪৩,১৫৮	৪,২৮৬	২৭,৫৩,৭১৯	৫,৫০৭
চা-পান বিক্রেতা (স্টল) **(tea stall)**	১। প্রত্যেককে এককালীন **২০ হাজার টাকা** ২। **অনুদান** ৩। ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় ৪। স্থানীয় সরকারের সহযোগিতা	৯,৫৯,৪৫৩	১,৯১৯	৯,৮৬,২৩২	১,৯৭২	১৯,৪৫,৬৮৫	৩,৮৯১
মোট: অণু ব্যবসায়ী	**অনুদান:** প্রত্যেককে **২০ হাজার টাকা;** ব্যাংক; স্থানীয় সরকার	১৫,৭০,০১৪	৩,১৪০	৩১,২৯,৩৯০	৬,২৫৯	৪৬,৯৯,৪০৪	৯,৩৯৯

ব্যবসার ধরন	প্রস্তাবিত প্রণোদনার বৈশিষ্ট্য	গ্রাম		শহর		সমগ্র বাংলাদেশ	
		মোট সংখ্যা	মোট টাকা (কোটি)	মোট সংখ্যা	মোট টাকা (কোটি)	মোট সংখ্যা	মোট টাকা (কোটি)
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (small, retail), মুদি/মনোহারি দোকান এবং অনুরূপ	১। প্রত্যেককে **২ লাখ টাকা চলতি মূলধন ঋণ** ২। সুদ হার ২.৫% ৩। ব্যাংক ব্যবস্থাপনা ৪। ঋণ মেয়াদ ১ বছর ৫। ঋণ ফেরত : ঋণপ্রাপ্তির ৬ মাস পর থেকে ৬। ইতিমধ্যে ব্যাংক ঋণ থাকলে কিস্তি পরিশোধ ৬ মাস পেছানো	১৩,৯৫,৫৬৮	২৭,৯১১	১৭,১৯,৪৮৪	৩৪,৩৯২	৩১,১৫,০৫২	৬২,৩০৩
মাঝারি পাইকারি (medium wholesale)	১। প্রত্যেককে **৩ লাখ টাকা চলতি মূলধন ঋণ** ২। সুদ হার ২.৫% ৩। ব্যাংক ব্যবস্থাপনা ৪। ঋণ মেয়াদ ১ বছর ৫। ঋণ ফেরত : ঋণপ্রাপ্তির ৬ মাস পর থেকে ৬। ইতিমধ্যে ব্যাংক ঋণ থাকলে কিস্তি পরিশোধ ৬ মাস পেছানো	১,৭৪,৪৪৬	৫,২৩৩	১,৪৫,৪০৬	৪,৩৬২	৩,১৯,৮৫২	৯,৫৯৬
অণু-ক্ষুদ্র হোটেল-রেস্তোরাঁ (micro-small hotels and restaurants)	১। প্রত্যেককে **২ লাখ টাকা চলতি মূলধন ঋণ** ২। সুদ হার ২.৫% ৩। ব্যাংক ব্যবস্থাপনা ৪। ঋণ মেয়াদ ১ বছর ৫। ঋণ ফেরত : ঋণপ্রাপ্তির ৬ মাস পর থেকে ৬। ইতিমধ্যে ব্যাংক ঋণ থাকলে কিস্তি পরিশোধ ৬ মাস পেছানো	৩,৪৮,৮৯২	৬,৯৭৮	১,৭০,৬৯৪	৩,৪১৪	৫,১৯,৫৮৬	১০,৩৯২

ব্যবসার ধরন	প্রস্তাবিত প্রণোদনার বৈশিষ্ট্য	গ্রাম		শহর		সমগ্র বাংলাদেশ	
		মোট সংখ্যা	মোট টাকা (কোটি)	মোট সংখ্যা	মোট টাকা (কোটি)	মোট সংখ্যা	মোট টাকা (কোটি)
মোট: ক্ষুদ্র ও মাঝারি দোকান ব্যবসা এবং অণু-ক্ষুদ্র হোটেল-রেস্তোরাঁ	স্বল্প সুদে চলতি মূলধন ঋণ	১৯,১৮,৯০৬	৪০,১২৩	২০,৩৫,৫৮৪	৪২,১৬৮	৩৯,৫৪,৪৯০	৮২,২৯০
মোট: অণু+ক্ষুদ্র+মাঝারি (ভ্রাম্যমাণ+চা-পান বিক্রেতা স্টল)+ মুদি+ মাঝারি পাইকার), অণু-ক্ষুদ্র হোটেল-রেস্তোরাঁ		৩৪,৮৮,৯২০	৪৩,২৬৩	৫১,৬৪,৯৭৪	৪৮,৪২৬	৮৬,৫৩,৮৯৪	৯১,৬৮৯

হিসাবপদ্ধতি: ২০২০ সালের মে মাসের ১২-১৮ তারিখ সময়কালে দেশের বিভিন্ন বিভাগ ও জেলায় মোট ১৮৬টি গ্রাম এবং ৪৮টি ওয়ার্ড (শহরের)-এ অনলাইনে পূর্ণাঙ্গ শুমারি করা হয়েছে (উৎস: বারকাত, আবুল (২০২০খ), করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯)-এ লকডাউনের আগে-পরে বাংলাদেশে আর্থসামাজিক অবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন-রূপান্তর)। ওই শুমারির ভিত্তিতে দেশের গড়ে প্রত্যেক গ্রামে এবং গড়ে প্রত্যেক ওয়ার্ডে (শহরে) অণু ব্যবসা [সরকারের ২০১৩ সালের (BBS 2015c) Report on Economic Census-এ এই গ্রুপকে Household based Economic Activities নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে], ক্ষুদ্র ব্যবসা, মাঝারি পাইকারি ব্যবসা ও অণু-ক্ষুদ্র হোটেল-রেস্তোরাঁর সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে। ২০১১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট গ্রামের সংখ্যা ৮৭,২২৩ আর শহরে মোট ওয়ার্ডের সংখ্যা ৩,১৬১। ব্যবসার ধরন অনুযায়ী গ্রাম ও শহরের উপরোল্লিখিত গড় সংখ্যাকে দেশের মোট গ্রাম ও ওয়ার্ড-এর সংখ্যা দিয়ে গুণ করে সমগ্র দেশের চিত্র পাওয়া গেছে। এ চিত্র শতভাগ সঠিক নাও হতে পারে (তবে তা সত্যের কাছাকাছি হবে)। আবার এ কথাও ঠিক যে ধরন অনুযায়ী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যে সংখ্যা দেখানো হয়েছে প্রকৃত সংখ্যা তার চেয়ে বেশিও হতে পারে। কারণ ২০১১ সালের আদমশুমারির পরে যে প্রায় ১০ বছর পার হয়েছে সে সময়ে গ্রামের সংখ্যাও হয়তো বা বৃদ্ধি পেয়েছে (যা ২০২১ সালে আদমশুমারিতে জানা যাবে)।

প্রয়োজনীয় নোট:

(১) সারণিতে হিসেবে টাকার ক্ষেত্রে পূর্ণমান দেখানো হয়েছে (ডেসিমেলের পরের অংশ রাখা হয়নি)।

(২) 'ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়' নিয়োজিত কেউ যদি একাধিক গ্রামে ব্যবসা করেন সেক্ষেত্রে দ্বিগুণিত সমস্যা (problem of double counting) পরিহারের জন্য ঐ ব্যবসায়ীকে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে (উৎস: বারকাত, আবুল (২০২০খ), এইচডিআরসি, ঢাকা)। শহরের ওয়ার্ডের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

(৩) অণু ব্যবসায়ীদের কারোরই কোনো ট্রেড লাইসেন্স নেই। আর মুদি/মনোহারি দোকানদারদের ৩১.৪ শতাংশের (৩১,১৫,০৫২-এর মধ্যে ৯,৭৮,১২৬) কোনো ট্রেড লাইসেন্স নেই (উৎস: বারকাত, আবুল (২০২০গ), কভিড-১৯ সময়ে বাংলাদেশে অণু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসার চালচিত্র); এবং এদের সবারই দোকান কাঁচা (পাকা নয়)। মাঝারি পাইকারদের সবারই ট্রেড লাইসেন্স আছে। প্রণোদনা পরিকল্পনায় (অনুদান, স্বল্প সুদে মূলধনী ঋণ) এসব তথ্য উপকারে আসবে।

(৪) প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থাপনার সমন্বিত উদ্যেগে ঋণ অনুদান কার্যক্রম চালানো আদৌ কঠিন কোনো কাজ হবে না। কারণ বাংলাদেশে মোট গ্রামের সংখ্যা ৮৭,২২৩ আর সারা দেশে তফসিলি

ব্যাংকের শাখার মোট সংখ্যা ১০,৩৮২ (দেখুন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৯ক), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯, পৃ. ৫৭)

লেখচিত্র ১৫: গ্রাম ও শহরের অণু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (বিভিন্ন ধরনের ফেরিওয়ালা, মুদি দোকান, মাঝারি পাইকারি, অণু-ক্ষুদ্র হোটেল-রেস্তোরাঁ) ব্যবসায়ীদের সংখ্যা (মে ২০২০)

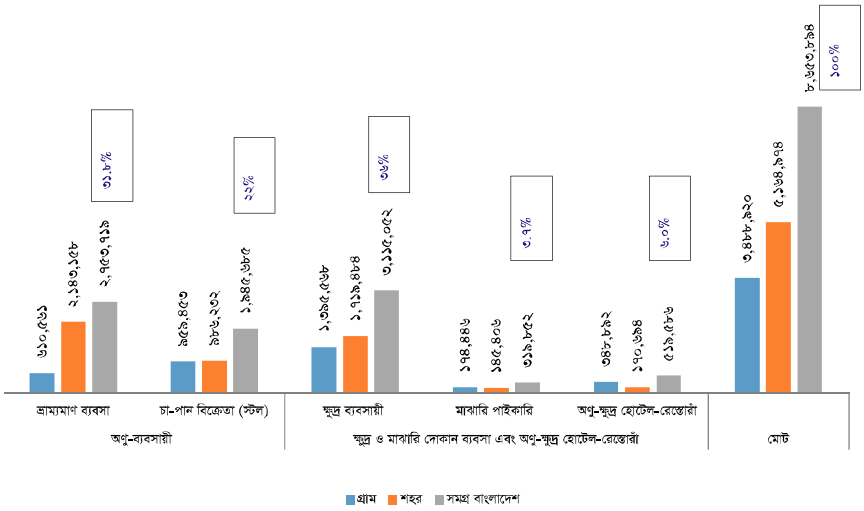

উৎস: সারণি ৫-এর বিস্তারিত তথ্য থেকে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত

কভিড-১৯-এর লকডাউনে অনানুষ্ঠানিক খাতের ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতি হয়েছে অপূরণীয়, অপরিমেয় ও অপরিসীম। বিশেষভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন অণু ব্যবসায়ী হকার, ফেরিওয়ালা, ভ্যানে পণ্য বিক্রেতা (ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী) ও চা-পান স্টল, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মুদিখানা ও মনোহারি দোকানি, অণু ক্ষুদ্র হোটেল-রেস্তোরাঁ এবং ক্ষুদ্র মাঝারি পাইকারি ব্যবসায়ী। সারা দেশে এদের সংখ্যা ৮৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৯৪। এদের মধ্যে ৬৫ লক্ষের বেশি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে 'নব দরিদ্রে' রূপান্তরিত হয়েছেন, আর অন্যেরা পুঁজিপাট্টা হারিয়ে নিঃস্বপ্রায়— এদের কেউই রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া ব্যবসা করতে পারবেন না। এসব অণু-ক্ষুদ্র ব্যবসার সচলতার সাথে মোট ৭ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা সরাসরি নির্ভরশীল (যারা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৬ শতাংশ)। সুতরাং এসব অণু-ক্ষুদ্র ব্যবসা চালু করে অর্থনীতির প্রবাহ সচলতার জন্য সরকারকে আমাদের প্রস্তাবিত অনুদান ও ঋণ সরবরাহ করতে হবে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে।

লেখচিত্র ১৬: গ্রাম ও শহরের অণু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (বিভিন্ন ধরনের ফেরিওয়ালা, মুদি দোকান, মাঝারি পাইকারি, অণু-ক্ষুদ্র হোটেল-রেস্তোরাঁ) ব্যবসায়ীদের জন্য সরকারের কাছে প্রণোদনা প্রস্তাব (কোটি টাকায়)

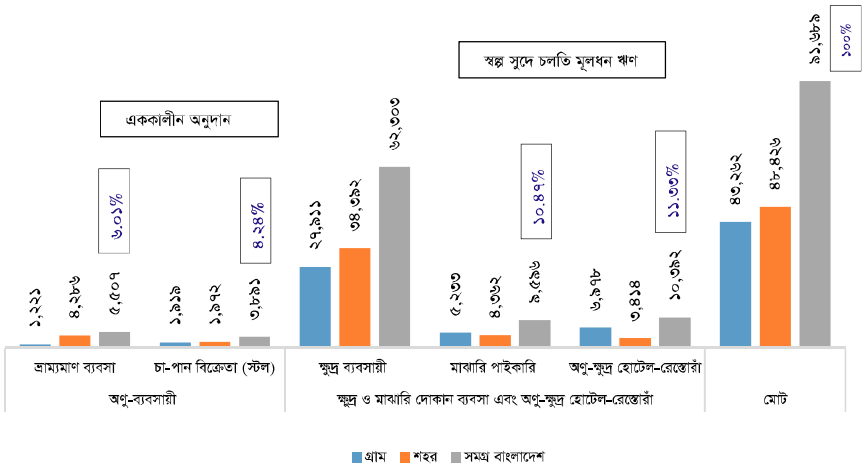

উৎস: সারণি ৫-এর বিস্তারিত তথ্য থেকে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত

সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রকে এতকাল আমরা দেখেছি ছোট পর্দায়– খণ্ডিত, আংশিক ও কামরাভুক্তভাবে। ফলে বিকাশের মর্মবস্তু বুঝতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। এসবের বিপরীতে সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রকে দেখতে হবে বড় পর্দায়। মানুষকে দেখতে হবে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে। কিন্তু উল্টোটাই এতকাল আমাদের ভাবনাজগৎ ও কর্মকাণ্ড জগতে নিয়ামক-নির্ধারক ছিল। সে কারণেই 'শোভন' কোনো সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র বিনির্মিত হয়নি। শোভন সমাজ–শোভন অর্থনীতি–শোভন রাষ্ট্র হলো শেষ বিচারে বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও উচ্চ নীতি-নৈতিকতাসম্পন্ন আলোকিত মানুষের জীবনব্যবস্থা। এসব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একবিংশ শতকের এই সময়ে সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র ত্রিমাত্রিক বিপর্যয়ের শিকার: আর্থিকীকরণকৃত রেন্টসিকিং-পরজীবী-লুটেরা পুঁজির নিরঙ্কুশ আধিপত্যে শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা-বিচ্ছিন্নতার নিরন্তর উৎপাদন-পুনরুৎপাদন, যা অর্থনীতিতে অবশ্যম্ভাবী করেছে গভীর মহামন্দা (প্রথম ও প্রধান বিপর্যয়), রাজনীতি-সরকার থেকে ক্ষমতা অভিবাসিত হয়েছে (দ্বিতীয় বিপর্যয়), আর একই সময়ে ভাইরাসের (আপাতত কভিড-১৯) কারণে বিশ্বব্যাপী মানুষ হয়েছে গৃহবন্দী (তৃতীয় বিপর্যয়)। এসবের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এমন অবস্থা যখন বড় পর্দার প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য-আস্থা-সম্মানভিত্তিক নতুন এক জীবনব্যবস্থা– 'শোভন সমাজব্যবস্থা'– আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার চাহিদা অনিবার্য। এ পথে হাঁটা ছাড়া অশোভন পৃথিবী থেকে শোভন পৃথিবীতে উত্তরণ সম্ভব নয়। পথটা দেখাবে শোভন রাজনীতি।

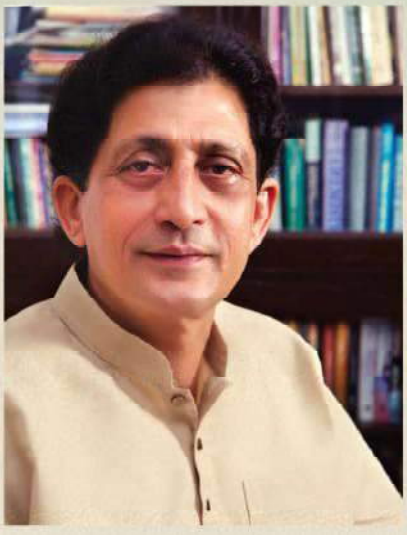

আবুল বারকাত

অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ; অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি বিষয়ে গবেষণাগ্রন্থ, প্রবন্ধ, মনোগ্রাফ, অভিসন্দর্ভ, লোকবক্তৃতা সবমিলিয়ে প্রকাশিত লেখার সংখ্যা পাঁচ শর বেশি। 'গণমানুষের অর্থনীতিবিদ' আবুল বারকাত বর্তমান বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নির্বাচিত সভাপতি।

barkatabul71@gmail.com